সমাস-০২

তানহি খান তানহা

বহুব্রীহি সমাস

বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার= বহুব্রীহি

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, **অন্য কোনো পদকে** বোঝায়, তাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে।

বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত **যে, যা, যার, যাতে** ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার

- সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
- ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
- ব্যতিহার বহুব্রীহি
- নঞ্ বহুব্রীহি
- মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
- প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
- অলুক বহুব্রীহি
- সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

পূর্বপদ **বিশেষণ** আর পরপদ **বিশেষ্য** হলে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** হয়।

নীলকণ্ঠ, খোশমেজাজ, হতশ্রী, হতভাগ্য, হতবুদ্ধি, আয়তলোচনা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,

কানকাটা, ঠোঁটকাটা, মাথামোটা, নদীমাতৃক।

ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের **পূর্বপদ এবং পরপদ** কোনোটিই যদি **বিশেষণ** না হয়, তবে তাকে **ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি বলে।**

আশীবিষ, বীণাপাণি

চন্দ্রচূড়, কথাসর্বস্ব, পদ্মনাভ, উর্ণনাভ,

ব্যতিহার বহুব্রীহি

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং পরপদে 'ই' যুক্ত হয়।

- হাতাহাতি
- কানাকানি
- লাঠালাঠি
- চুলাচুলি
- গলাগলি

প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে **আ, এ, ও** ইত্যাদি **প্রত্যয়** যুক্ত হয় তাকে **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি** বলা হয়।

যেমন: এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার= একচোখা (চোখ+আ)

ঘরের দিকে মুখ যার= ঘরমুখো (মুখ+ও)

নিঃ (নেই) খরচ যার= নি-খরচে (খরচ+এ)

তিন (তে) ভাগ যার= তেভাগা (ভাগ+আ)

এরূপ- দোটানা, দোমনা, দুমুখো, একঘরে, অকেজো, উনপাঁজুরে, ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি **সমস্তপদে লোপ পায়,** তবে তাকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** বলে।

যেমন: বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর= বিড়ালচোখী, বিড়ালাক্ষী, মীনাক্ষী, কমলাক্ষ, সোনামুখী, বৌভাত, জন্মাষ্টমী। **(গায়ে হলুদ, হাতে খড়ি, মুখে ভাত)**

অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে **অলুক বহুব্রীহি** বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়।

যেমন: মাথায় পাগড়ি যার= মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার= গলায়গামছা (লোকটি)।

এরূপ- হাতে-বেড়ি, কানে-কলম, গায়ে-পড়া, হাতে-ছড়ি, কানে-খাটো ইত্যাদি।

(গায়ে হলুদ, হাতে খড়ি, মুখে ভাত)

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি** বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ', 'ই' না 'ঈ' যুক্ত হয়।

যেমন: দশ গজ পরিমাণ যার= দশগজি, পাঁচসেরি, একমণি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের= চৌচালা।

চারহাতি, তেপায়া, চতুর্ভুজ, সেতার, ত্রিনয়ন, ত্রিনয়ন, দশানন, দশভুজা, ইত্যাদি।

নঞ্ বহুব্রীহি

বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে **নঞ্ বহুব্রীহি** বলে। নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি **বিশেষণ** হয়।

নাই জ্ঞান যার= অজ্ঞান,

নাই চারা যার= নাচার,

নাই ভুল যার= নির্ভুল,

নাই তার যার- বেতার

নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাস কোন নিয়মের অধীনে নয় তাকে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি বলা হয়। যেমন

পণ্ডিতমূর্খ নরপশুদের জীবন্মৃত অবস্থা দেখে তাদের **দ্বীপে অন্তরীপ** করা হলো।

পণ্ডিতমূর্খ = পণ্ডিত হয়েও মূর্খ

নরপশু = নরাকারের পশু যে

জীবন্মৃত = জীবিত থেকেও যে মৃত

দ্বীপ = দুই দিকে অপ যার

অন্তরীপ = অন্তর্গত অপ যার

তৎপুরুষ সমাস

পরপদ প্রাধান্য পাবে

পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পাবে

বিভক্তি

দ্বিতীয়া, চতুর্থী=কে,রে

তৃতীয়া - দ্বারা, দিয়া, কতৃক

পঞ্চমী - হতে, থেকে, চেয়ে

ষষ্ঠী - র, এর

সপ্তমী - এ, য়, তে

তৎপুরুষ সমাস

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, ন্‌ঞ্‌,

উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

নয় প্রকার

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বা **কর্ম তৎপুরুষ** বলে।

দুঃখপ্রাপ্ত-

বিপদাপন্ন-

ব্যাপ্তি (বিস্তৃতি) অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। এছাড়া সমস্তপদের শেষে প্রাপ্ত, পন্ন, গত, আশ্রিত, অতীত থকালেই তা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী

চিরকুমারী = চিরকাল ব্যাপিয়া কুমারী

চিরকৃতজ্ঞ = চিরকাল ব্যাপিয়া কৃতজ্ঞ

চিরদুঃখী = চিরকাল ব্যাপিয়া দুঃখী

চিরবঞ্চিত = চিরকাল ব্যাপিয়া বঞ্চিত

চিরবসন্ত = চিরকাল ব্যাপিয়া বসন্ত

চিরশত্রু = চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু

চিরস্থায়ী = চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী

ক্ষণস্থায়ী = ক্ষণকাল ধরে স্থায়ী

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে।

মন গড়া-

কষ্টার্জিত-

মধুমাখা-

তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস

ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

জ্ঞানশূন্য =

বিদ্যাহীন =

উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

স্বর্ণমণ্ডিত-

হীরকখচিত-

চন্দনচর্চিত-

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস

- ব্যাসবাক্যের পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** বলে।
- গুরুভক্তি-
- বসতবাড়ি-
- দেশপ্রেম-
- মুক্তিযুদ্ধ=

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস

সমস্ত পদের **পরপদ ‘আলয়’ আগার, যাত্রা, থাকলে**

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হবে।

দেবদত্ত = দেবকে দত্ত

তপোবন= তপের নিমিত্ত বন

দেশের জন্য প্রেম = দেশপ্রেম

মুক্তির জন্য যুদ্ধ = মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তির জন্য পণ = মুক্তিপণ

তীর্থের জন্য যাত্রা = তীর্থযাত্রা

যুদ্ধের জন্য যাত্রা = যুদ্ধযাত্রা

জয়ের জন্য যাত্রা = জয়যাত্রা

পাঠের জন্য আগার = পাঠাগার

গবেষণার জন্য আগার = গবেষণাগার

বিশ্রামের জন্য আগার = বিশ্রামাগার

গ্রন্থের জন্য আগার = গ্রন্থাগার

ভোজনের জন্য আগার = ভোজনাগার

গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা) লুপ্ত হয়ে উত্তরপদের অর্থ প্রধান থাকে, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে।

জন্ম থেকে অন্ধ = জন্মান্ধ, পদ হতে চ্যুত = পদচ্যুত, গাঁ থেকে খেদানো = গাঁখেদানো, বিলেত থেকে ফেরত = বিলেতফেরত, জেল থেকে পালানো = জেলপালানো, খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া ইত্যাদি।

এ রকম : কণ্ঠনিঃসৃত, দুগ্ধজাত, বোঁটাখসা, স্বর্গচ্যুত, কারামুক্ত, কৃষিজাত, গদিচ্যুত, দলচ্যুত, বৃন্তচ্যুত, লক্ষ্যচ্যুত, চাকভাঙা, জেলফেরত, দলছুট, দলভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট, সত্যভ্রষ্ট, বন্ধনমুক্ত, বিক্রয়লব্ধ, বিদেশাগত, মেঘমুক্ত, রোগমুক্ত স্কুলপালানো, স্নেহবঞ্চিত, হাতছাড়া ইত্যাদি

সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়।

যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো, জেল থেকে মুক্ত, শাপমুক্ত, জেলখালাস, বোঁটাখসা, আগাগোড়া ইত্যাদি।

কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে ‘এর’, ‘চেয়ে’ ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়।

যথা: পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয়।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস** বলে।

চাবাগান-

ছাত্রসমাজ-

শ্বশুরবাড়ি-

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

- ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' স্থলে 'রাজ' এবং 'পিতা', 'মাতা', 'ভ্রাতা' স্থলে 'পিতৃ', 'মাতৃ', 'ভ্রাতৃ' হয়। যেমন:
- গজনীর রাজা=
- রাজার পুত্র=
- পিতার ধন=
- মাতার সেবা=
- ভ্রাতার স্নেহ=
- পুত্রের বধূ=

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

মামার বাড়ি = মামাবাড়ি
পথের রাজা = রাজপথ
উপলের খণ্ড = উপলখণ্ড (প্রস্তরখণ্ড)
কবিদের গুরু = কবিগুরু
গৃহের কর্ত্রী = গৃহকর্ত্রী
পাষাণের স্তূপ = পাষাণস্তূপ
পুষ্পের সৌরভ = পুষ্পসৌরভ
বজ্রের সম = বজ্রসম
ভারের অর্পণ = ভারার্প
সুখের সময় = সুখসময়
ধানের খেত = ধানখেত
হংসের রাজা = রাজহংস

কর্মের কর্তা = কর্মকর্তা
চায়ের বাগান = চা-বাগান
ঝরনার ধারা = ঝরনাধারা
পুষ্পের অঞ্জলি =পুষ্পাঞ্জলি
প্রাণের বধ = প্রাণবধ
বনের মধ্যে = বনমধ্যে
ভুজের বল = ভুজবল
মৃগীর শিশু = মৃগশিশু
ফুলের বাগান = ফুলবাগান

অলুক তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে তৎপুরুষ সমাস হলে তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে।

‘অলুক’ শব্দের অর্থ অ-লোপ, অর্থাৎ লোপ না হওয়া। যেমন : সোনার তরী = সোনার তরী খেলার মাঠ = খেলার মাঠ ইত্যাদি।

অলুক্ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস: যেমন : খবরের কাগজ = খবরের কাগজ। এ রকম : চিনির কল, গরুর দুধ, চোখের বালি, টাকার কুমির, ডুমুরের ফুল, তাসের ঘর, পায়ের চিহ্ন, মনের মানুষ, মামার বাড়ি, মগের মুল্লুক ইত্যাদি।

অলুক সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস: যেমন : অরণ্যে রোদন, গোড়ায় গলদ, ছাঁচে ঢালা, দায়ে ঠেকা, দিনে ডাকাতি, নাকে খত, পায়ে ধরা, মনে রাখা, এ রকম : কলেজে পড়া, কলে ছাঁটা, গায়ে সোহাগা, দায়ে পড়া ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** বলে।

গাছপাকা-

মনমরা-

ঘাড়ধাক্কা-

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে।

পূর্বে ভূত=

পূর্বে অশ্রুত=

পূর্বে অদৃষ্ট=

উপপদ তৎপুরুষ সমাস

কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয় উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।

উপপদ – কৃদন্ত পদের পূর্বপদ

কৃদন্ত পদ – কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদ

কৃদন্ত- চল + আ

জলচর- জলে চরে যে

চর+এ

ছেলেধরা – ছেলে ধরে যে

শেষে যে বা যা থাকে

নঞ তৎপুরুষ সমাস

অনধিক -

অনুর্বর -

অসৎ -

পরপদের প্রাধান্য রেখে নাবাচক নঞ্ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** বলে

প্রাদি সমাস

প্র, প্রতি, পরি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয় ।

প্রবচন, প্রভাত, পরিভ্রমণ , অনুতাপ, প্রবন্ধ, প্রগতি।

মনে রাখবেন যেভাবে- প্রভাতে প্রত্যহ পরিভ্রমণে প্রগতি **নামের** মেয়েটি লিখে

তার অনুতাপ প্রতিহিংসায় প্রতিবাদে প্রবাদ-প্রবচন-প্রবন্ধে।

- Thank you